

# ভারতে মুসলিমদের আগমনের পর্যায়

## প্রথম পর্যায়: আরব বণিকদের আগমন (৭ম শতক)

ভারতে মুসলিমদের প্রথম আগমন ঘটেছিল বণিক বা ব্যবসায়ী হিসেবে, আক্রমণকারী হিসেবে নয়।

- কোথায়:** আরবের বণিকরা বহু আগে থেকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে, বিশেষ করে মালাবার উপকূলে (কেরালা) ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসতেন।
- প্রভাব:** এঁদের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্মের সাথে ভারতের প্রথম পরিচয় ঘটে। এঁরা স্থানীয় শাসকদের অনুমতি নিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং মসজিদ নির্মাণ করেন।

## দ্বিতীয় পর্যায়: সিন্ধু বিজয় (৭১২ খ্রিস্টাব্দ)

এটি ছিল ভারতে প্রথম সামরিক অভিযান এবং রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

- নেতা:** আরবের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিম।
- কারণ:** সিন্ধুর দেবল বন্দরে আরবদের জাহাজ লুট হওয়ার অজুহাতে উমাইয়া খলিফার নির্দেশে এই আক্রমণ হয়।

- **ফলাফল:** মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু ও মূলতানে আরব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এই শাসন সিন্ধু অঞ্চলের বাইরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

---

## তৃতীয় পর্যায়: তুর্কি আক্রমণ (1000 - 1206 খ্রিস্টাব্দ)

এই পর্যায়টিই ভারতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দেয়। আরবের পর মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা ভারত আক্রমণ করে।

### ১. গজনির সুলতান মাহমুদ (Mahmud of Ghazni)

- **উদ্দেশ্য:** মাহমুদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মন্দির ও শহরগুলো থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করা, স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা নয়।
- **আক্রমণ:** তিনি 1000 থেকে 1027 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট 17 বার ভারত আক্রমণ করেন।
- **উল্লেখযোগ্য ঘটনা:** তাঁর সবচেয়ে কুখ্যাত আক্রমণ ছিল 1025 খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন।

### ২. ঘুর বা ঘোরের সুলতান মহম্মদ (Muhammad of Ghor)

- **উদ্দেশ্য:** মাহমুদের ঠিক বিপরীতে, মহম্মদ ঘোরির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

- **তরাইনের যুদ্ধ (Battles of Tarain):** তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয় চৌহান বংশের রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সাথে দুটি যুদ্ধের মাধ্যমে।
  - **তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (1191):** মহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে পরাজিত হন।
  - **তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (1192):** মহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এই যুদ্ধটিই ভারতের ইতিহাসে নির্ণায়ক ছিল, কারণ এর পরেই উত্তর ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার দরজা খুলে যায়।

---

## চতুর্থ পর্যায়: দিল্লি সুলতানি প্রতিষ্ঠা (1206 খ্রিস্টাব্দ)

- মহম্মদ ঘোরি ভারত জয়ের পর তাঁর বিশ্বস্ত দাস (slave) ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবককে এখানকার শাসনভার দিয়ে ফিরে যান।
- 1206 খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর, কুতুবউদ্দিন আইবক নিজেই দিল্লির স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন।